R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে শ্রাবণ, ১৪১৮।
১০ই আগষ্ট ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

কংগ্রেস-তৃণমূলের আরোও ধৈর্য্যের প্রয়োজন ছিল

চিত্ত মুখোপাধ্যায় : মাত্র তিন মাসের জোট পরবর্তী সরকার পরিচালনায় যে সমস্ত ঘটনা দেখা যাচ্ছে তাতে হয়তো খুব বেশী দিন বিরহ ব্যথা বামফ্রন্টকে ভোগ করতে হবে না। অনেকেই ভেবেছিলেন ভোটের আগে বা পরে জোটের সাফল্যের ধাক্কায় বামদের ফ্রন্ট চুরমার হয়ে যাবে। ক্ষিতীশবাবুদের আনাগোনা, কিছু নেতার বড়দাকে চেপে ধরা বক্তব্যে তার একটা গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু চেষ্টা করেও তা করা যায়নি, এটা আজকের লুঠমারের ও পাইয়ে দেওয়া রাজনীতির আঙ্গিনায় কম কথা নয় কিন্তু। যে করেই হোক ফ্রন্ট টিকে আছে। সারা রাজ্যে প্রতিদিন যেভাবে মানুষ, বিশেষ করে সি.পি.এম. ও কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূলে ঢুকছে তাতে করেই ভয় পাওয়ার বা উল্লসিত হবার কারণ নেই। আয়ারাম গায়ারামের একটা পারসেন্টেজ দলে বরাবরই থাকে। এরা শাসক দলের সঙ্গেই নিজেদের ধান্দার প্রয়োজনে জার্সি বদল করে। মুস্কিলটা অন্য জায়গায়। জোট রাজনীতির (নাকি আসন সমঝোতা ?) সবচেয়ে বড় ধর্মটাই হোলো আমরা একে অপরের ক্ষতি করবোনা – একসঙ্গে লড়াই করে যাব। মমতা কিন্তু কখনোই সেটা মানেন না। সেই দুর্দিনেও মমতার দলে কংগ্রেস থেকে যোগদান করা ঘটা করে হয়েছে, আজো সেই ধারাই বজায় আছে। কিল খেয়ে কিল হজম করতে হচ্ছে প্রণববাবুকে। সুখেন্দু বাবুকে রাজ্য সভার রুটি ছুঁড়ে মমতার ভাঙ্গিয়ে নেওয়াটা উনি একদম গিলতে পারছেন না। বিলো দি বেল্ট আঘাতটা হয়ে গেছে। তিনদিনের জন্যে উড়ে আসা সোনিয়ার উচ্ছিষ্টভোজী শাকিল কোকিল এ ব্যথাটা বুঝতে পারেননি বলেই বড়াই করে বলেছেন তাতে কি হলো ? ওরা (শেষ পাতায়)

বিপদ ডেকে এনে ট্রাফিক পুলিশ পয়সা খাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফুলতলা এলাকায় রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথী ব্রীজের মুখে রাস্তা ঘিরে মাল বোঝাই লরি দাঁড় করিয়ে মালপত্র নামানো হচ্ছে, বাসে বা ট্রেকারে যাত্রী ওঠা নামা চলছে, ব্রীজের মাঝে কদম ডালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আখের রস বিক্রী চলছে। এইসব অবরোধে দুটো বাস বা লরি পাশাপাশি চলাচলে বাধা পাচ্ছে। ফুলতলা ট্রাফিক পুলিশ তোলা আদায় ছাড়া কিছু বোঝে না। রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. বা জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও কিচ্ছু দেখেন না – কিসের মোহে ?

বাস মালিকদের ওপর হামলায় কেউ ধরা পড়েনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২১ জুলাই বাস মালিকদের ওপর হামলায় মঙ্গলজনের কয়েকজন যুবকের নামে থানায় অভিযোগ করে মালিক সমিতি। পরে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ২৬ ও ২৭ জুলাই বাস মালিকরা ধর্মঘট করেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেন মহকুমা শাসক। তার প্রেক্ষিতে বাস ধর্মঘট তুলে নেন সমিতি। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। খবর, গত ৩১ জুলাই রাতে পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তারে মঙ্গলজন গেলে এক বর্ষীয়ান নেতার প্রভাবে ঘুরে আসে বলে খবর।

চোর ধরা পড়ে নি, কিছু করার নাই – জনৈক সেনট্রি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোডের ওপর গত ৩০ জুলাই গভীর রাতে কনট্রাকটর অজয় দাসের বাড়ীতে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা ব্যর্থ হয়। বাড়ীর পেছনের বারান্দার গ্রিল ভেঙে ঘরের জানলার রড কাটতে গেলে গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ীর আলোগুলো জ্বলে উঠলেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। অজয়বাবু রাত দুটো নাগাদ থানায় (শেষ পাতায়)

সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে আই.এন.টি.ইউ. সি-র ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা আই.এন.টি.ইউ.সি-র মির্জাপুর ইউনিট ৩০ জুলাই সাগরদীঘি পি.ডি.সি.এল. লাগোয়া সোনার বাংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর মেন গেটে অবস্থান করে। সেখানে দাবী ছিল – জমিহারা পরিবারের ছেলেদের চাকরী, এলাকার শ্রমিকদের কাজের সুবিধা, মাল লোডিং আনলোডিং এ স্থানীয় শ্রমিক (শেষ পাতায়)

শহীদ স্মরণে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০০০ সালের ২১ জুলাই বীরভূমের নানুরে ১১ জন চাষীকে তৃণমূল দল করার জন্য সিপিএমের হার্মাদবাহিনী পুড়িয়ে হত্যা করে। ঐ সব শহীদদের স্মরণে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে মির্জাপুর গ্রামে ও রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূল সমর্থকরা মিছিল বার করেন ২৭ জুলাই। সেখানে নেতৃত্ব দেন তাঞ্জিলুর রহমান, ইন্তেখাব ইসলাম, মহঃ জাকির হোসেন প্রমুখ।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৮

শিক্ষায় অরাজনীতিকরণ

শিক্ষার উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতি। সচেতনতা সৃষ্টিতেও শিক্ষা একটা বড় হাতিয়ার। মানুষের মধ্যে আছে নানা অবিদ্যা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা। তাহা দূরীকরণে প্রয়োজন শিক্ষার। আমাদের দেশে অনেক সময় ধর্ম,মোহ এবং কুসংস্কার মানুষকে বিচার শক্তিহীন করিয়া থাকে। চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই শিক্ষা, সেই বিদ্যা জাতির জীবনে দরকার যাহা মনের মোহ মুক্তি ঘটায়,অজ্ঞতার উর্ণাজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আলোকাভিসারী করিয়া তোলে।

স্বাধীনতা লাভের চৌষট্টি বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এখনও জাতীয় শিক্ষার হার তেমন আশানারূপ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষা লইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার তাহাদের নিজস্ব পন্থা পদ্ধতি গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সর্বজনগ্রাহ্য নীতি তেমন গৃহীত হয় নাই। ফলতঃ রাষ্ট্র পরিচালকদের শিক্ষা ভাবনায় বিবাদ বির্তক সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বতন বিজেপি জোট সরকার শিক্ষায় গৈরিকীকরণ আনিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পাঠ্য পুস্তকে জাতীয়করণের নামে হিন্দুত্ব করণের প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার স্তরে বৈদিক গণিত, জোতিষ, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ্য বিষয় বিবেচিত হইয়াছিল এবং বাস্তবায়ন চলিতে ছিল। কোন কোন রাজ্যে আবার শিক্ষার পাঠ্য সূচীতে ভিন্ন পরিবর্ত্তন আনা হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসে এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মার্কসীয় তত্বের অনুপ্রবেশ ঘটানো হইয়াছে। পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাসেও আসিয়াছে জটিলতা বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আদর্শ হইতে মুক্ত রাখিবার কথা বলিয়াছেন। কোন আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কোন ভাবেই সমর্থন করেন না তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কোন প্রকার মৌলবাদকে তিনি যেমন বরদাস্ত করেন না তেমনি রাজনৈতিক মতাদর্শকেও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থা যেন ঐ সব ধরনের আদর্শের গন্ডীতে বন্ধ না হইয়া পড়ে। শিক্ষা হইবে ধর্ম অথবা রাজনীতি মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজনীকিকরণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন। জাতি গঠনে,দেশ গঠনে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ইজম থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। নির্মোহ উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা একটি গতিশীল ব্যবস্থা। তাই গতিশীল প্রবাহমানতার মধ্য দিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং অগ্রগতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। ধর্ম বা রাজনীতি তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে না। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তাহাই হওয়া কাম্য বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার

জিতেন সাহা

জঙ্গিপুর কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার ছিলেন ঐ কলেজের অধ্যাপক। আমি তখন ঐ কলেজের ছাত্র। কি কর্মজীবনে, কি অবসর জীবনে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

ক্ষিতিবাবু ১৯২২ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৫০ সালে জঙ্গিপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৮২ সালে ঐ কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে বি.এ. পড়াকালীন বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার কারণে তিনি নজরবন্দী হন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে এক মাস রাখা হয়। এরপর দমদম সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঐ জেলেই তিন বৎসর বন্দী ছিলেন। এই জেলেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুধীর মুখার্জী (সোনাদা), রাম সেন, প্রদ্যোৎ সাধু (পেনী বাবু) জিয়াগঞ্জের কমলু পাণ্ডে এবং বহরমপুরের নীরদ সরকার (কালোশশীদা)।

ক্ষিতিবাবু অত্যন্ত ছাত্র দরদী ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন ও তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। এই উদ্দেশ্যে ফাঁসিতলা পাঠশালায় সান্ধ্য ক্লাসেরও ব্যবস্থা করেন।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রঘুনাথগঞ্জে স্কুল প্রয়োজন

স্বাধীনতার পর আমাদের রঘুনাথগঞ্জে লোকসংখ্যা অনেক গুণ বেড়েছে। নদীর করাল গ্রাসে যাঁরা অনেক হারিয়েছেন, তাঁরা প্রাণের তাগিদে রঘুনাথগঞ্জে বা তার আশপাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সকলের শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু শহরে বিদ্যালয় মাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি করে বিদ্যমান। শহরের অনতিদূরে শ্রীকান্তবাটি উচ্চ বিদ্যালয় ছয়দশকে হয়েছে। সেটার উপর চাপও রয়েছে। শহরের মধ্যে কমপক্ষে আরও একটি করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের সার্বিক প্রয়োজন আছে। জঙ্গিপুরের সাংসদ বর্তমানে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসকদলের বিধায়ক রয়েছেন। তাঁরা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে সচেষ্ট হলে শহরের মধ্যে বিদ্যালয় গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেবে। এ'ক্ষেত্রে জঙ্গীপুর পুরবাসীর তদ্বির বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নতুন উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে উঠলে একদিকে আমাদের প্রজন্মরা বেশী করে শিক্ষালাভ করতে পারবে, অন্যদিকে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য কিছু কর্ম্ম সংস্থান হবে এবং শহরবাসী বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

অমরনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা-১৫৭

নন্দালয়ে গোপাল হ'লে জন্মদাতা ভুল করে

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সত্যযুগে পাপ ছিল না। ধর্ম্মই চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ পুণ্য এক পাদ পাপ ছিল। দ্বাপর যুগে মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম রত থাকায় পুণ্য ছিল দ্বিপাদ পাপও ছিল দ্বিপাদ। এই যুগে ভগবান্ কৃষ্ণ নামে মানব জন্ম গ্রহণ করেন।

কথিত আছে – মথুরা নগরে যাদব বংশীয় রাজা উগ্রসেনের কংস নামে এক অসুর-পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সে এতদূর অত্যাচারী ও দুর্বৃত্ত হইয়াছিল, যে পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করে। কংসের পিতৃব্য কন্যা দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহের পর কংস দৈববাণীতে অবগত হয় যে এই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রের হস্তে সে নিহত হইবে। অতঃপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহাদের এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কংস সেই সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রাণ বধ করে। নিষ্ঠুর কংস এইরূপে ক্রমান্বয়ে বসুদেব ও (৩য় পাতায়)

ভিন্ন চোখে –

বর্ষার জলছবি মনের ক্যানভাসে এখন ধূসর। জমি ছাপিয়ে জল আলপথে। টৈ-টম্বুর পুকুর। খাল-বিল-ডোবা সব কিছু। ধানের জমি সবুজ। আলের পাশে আংটি পাতা। সারারাত ধরে ঋতুমতী নারীর মত জমির বুক থেকে তির্ তির্ করে নির্গত ক্ষীণ জলের ধারা। সকাল বেলায় সেই আংটি তুলে ফেলা। ছোট ছোট কৈ-মাগুর-চ্যাং-ছিমরী। আগে রাঢ়বাংলার ধানী জমিতে অবাধে ঘুরে বেড়াত এই সব মাছের দল। এখন তারা নিরুদ্দেশ। সেভাবে আর চোখে পড়ে না। ভরা বর্ষায় পুকুর গুলো পোয়াতি মেয়েমানুষের মত। বর্ষার ঘোলাটে জল। পুকুরের ঘাট জলের তলায়। চ্যাটালো পুকুরের জল ছাপিয়ে রাস্তায়। রাতে গ্রামের সড়ানে বৃষ্টির জল। দল বেঁধে ছুটে চলে কৈ-মাগুরের ঝাঁক। হয়তো কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। জলভরা কালো আকাশ। বিদ্যুতের চমকানি। মেঘের কর্ণভেদী শব্দ। যেন বাদল মেঘে মাদল বাজে। সারারাত ধরে অঝোরে বৃষ্টি। বাড়ির টিনের চালে যেন সেতারের ঝালা। দূরের গ্রামগুলো বৃষ্টি সাদা চাদরে ঢাকা। গ্রামগুলি যেন বৈধব্যসাজ।

ঋতুচক্রে এখন বর্ষা। 'নবীনা বরষা ..... গগন ভরিয়া ভুবনভরসা।' কিন্তু বর্ষার ঘরে এখন গ্রীষ্ম। দীর্ঘ দগ্ধ দিন। মরুদৈত্য যেন মায়াবলে বন্দী করে রেখেছে নবযৌবনা বরষারে। তাই আজ 'প্রখরতপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে। বায়ু করে হাহাকার।' আমরা চাতকপাখির মত শ্যামল সুন্দরের অপেক্ষায়। তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধার জন্য। তবু মনে আশা নেমে আসবে বর্ষা পূবসগারের পার থেকে। কুলুকুলু কলস্রোতে ছুটে আসবে জলের ধারা। বাদল ছোঁয়া লেগে মাটি হবে সবুজ। বাঁধন-হারা জলধারার কলরোলে মন হবে উচাটন।

– মণি সেন

মনিপুরের মনোরমা

স্মরণ দত্ত

শ্রীকৃষ্ণ এখন আর সাড়া দেয় না।
পূরবী সকালে বা দুপুর রোদে
গোধূলি বিকেলে অথবা যুবা সন্ধ্যায়,
কখনও ক্ষুধার্ত নিশীথে
বস্ত্রহরণ হয়, দেহ লুণ্ঠিত হয় এত দ্রোপদীর
উলঙ্গ হয় ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ চূড়ান্ত আন্দোলনী
এত মায়েরা
তবু শ্রীকৃষ্ণ আর সাড়া দেয় না।
বস্ত্রও যোগান দেয় না।
শুধু হরণ হয়ে যায়
দ্রোণ, কৃপাচার্য, বৃহদ্রথ, কৃতবর্মা, শকুনি,
অশ্বাথামা আর দুঃশাসনদের সামনে
ফুল, নদী, আকাশ আলোর আরতিপূণ্য
শরীর –

নন্দালয়ে গোপাল হ'লে জন্মদাতা ভুল করে (২য় পাতার পর)

দেবকীর সাতটি সন্তানের প্রাণ নাশ করে। কংসের অত্যাচারে মা-বসুমতী বসুদেব-দেবকীর মত কাতরা হইয়া উঠিলেন। দেশবাসী আপামর সাধারণ কংসের ধ্বংস কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। দশমুখের আশীর্ব্বাদে জয় হয় যেমন দশমুখের অভিসম্পাতে ক্ষয়ও হয় তেমনি। এই জন্য প্রবাদ আছে – "দশমুখে জয় আর দশমুখে ক্ষয়।" এবার স্বয়ং বিশ্বরূপ (কংসের বিষ-স্বরূপ) কংসের কারাগারে জননী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কিম্বদন্তী আছে কারাগারে দেবকী সন্তান প্রসব করিবামাত্র বসুদেব ও দেবকী দেখিলেন যে একটি চতুর্ভুজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। জননী ও জন্মদাতার বিস্ময় অপনোদন জন্য দৈববাণী হইল – স্বভাব কবি দাশরথি রায় নিম্নলিখিতভাবে দৈববাণী বর্ণনা করিয়াছেন –

"করেছিলে কঠিন যোগ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ
জননি ! স্মরণ করি মোরে।
টলেছিল মোর আসন, দিয়েছিলাম দরশন,
তব দুঃখ বিনাশন তরে।।
চেয়েছিলাম দিতে বর, তুমি বল্‌লে পীতাম্বর
অন্য বর প্রয়োজন নাই।
চতুর্ভুজ পদ্মনেত্র, সজল-জলদ-গাত্র,
তব তুল্য পুত্র যেন পাই।
তাই চতুর্ভুজ বেশ, হ'য়ে গর্ভে করি প্রবেশ
ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি আজ আমি।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, ভক্তের যে মনস্কাম,
দিই মা ! আমি হ'য়ে অন্তর্যামী।।
ভয় নাই কংস-ভয়ে, আমি রাখিব অভয়ে
নির্ভর হইয়ে সবে থাকো।
ত্বরা আসি কংসালয়, করিবই কংসে লয়
নন্দালয়ে আশু মোরে রাখো।।
যশোদা নন্দের জায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া,
নিদ্রাযোগে আছেন যে ঘরে।
মোরে পরিবর্ত্ত করি আনো সেই শুভঙ্করী
শুভযাত্রা করহ সত্বরে।"

এই দৈববাণী করিয়া ভগবান চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করিয়া শ্যামবরণ রূপ ধারণ করিলেন। বসুদেব সদ্যজাত এই শিশু পুত্রকে লইয়া ভাবিলেন – কেমন করিয়া কারার লৌহদ্বার উন্মোচন করিব ! প্রহরিগণ যাইতেই বা দিবে কেন ? ভাদ্র মাসের যমুনা নদী পার হইবই বা কেমন করিয়া ?

কারাদ্বারে আসিয়া দেখিলেন – দ্বার উন্মুক্ত, প্রহরিগণ সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। অনায়াসে কারার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু শিশুর গাত্রে এক ফোঁটা জলও পড়ে না, উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিলেন নাগরাজ বাসুকি তাঁহার সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বৃষ্টিপতন নিবারণ করিতেছেন। যমুনা তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন এক জম্বুকী চলিয়া যমুনার অপর পারে গমন করিতেছে। বসুদেব তাহার অনুসরণ করিয়া নদী পার হইতে লাগিলেন। ত্রেতাযুগ রাম-অবতারে যখন ধীবরের তরণিযোগে যমুনা পার হইতেছিলেন, যমুনা তাঁহার চরণের পরশ পাইবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, আজ পিতৃঅঙ্কে চড়িয়া পার হইবার সময় যমুনার কামণা পূর্ণ করিবার জন্য পিতার ক্রোড় হইতে পিছলাইয়া যমুনার জলে পড়িয়া গেলেন। পিতা বসুদেব কপালে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতেই দেখিলেন শিশু অক্ষতদেহে তাঁহার অতি নিকটে ভাসিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া গোকুলে নন্দালয়ে যে গৃহে নন্দ-মহিষী যশোমতী যোগমায়াকে কন্যারূপে প্রসব করিয়া নিদ্রাভিভুতা আছেন, সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা লইয়া আসিতে হইবে বলিয়া একটু যেন মনঃক্ষুন্ন হইয়া নন্দালয়ে প্রবেশ করেন। কন্যার রূপ দেখিয়া বসুদেব সে দুঃখ বিস্মরণ হইয়া মথুরায় কংস কারাগায়ে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রহরিগণ তেমনি ঘুমাইতেছে। পত্নী দেবকীর পাশে কন্যাটিকে শয়ন করাইয়া দিবামাত্র কারাদ্বার রুদ্ধ হইল, প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া দেবকীর কন্যা প্রসব সংবাদ কংসকে জ্ঞাপন করিল। কংস শুনিবামাত্র কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্যাটিকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইলে, দেবকী কাতর স্বরে বলিলেন – দাদা, আমার ৭টী পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এটি কন্যা অবলা তোমার মত বীর পুরুষেরা এ কি করিতে পারে ? এটাকে মেরোনা দাদা ! নির্দ্দয় কংস এই অনুনয়ের উত্তরে বলিল – পাপিয়সি ! তোর কন্যা মানবী না হইয়া যদি ভেক বা অন্য কোন প্রাণী হইত তবুও তাহার প্রাণ বধ করিতাম। যেই কন্যারূপিণী মহামায়াকে শিলাখণ্ডের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল অমনি মা অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। দৈববাণী হইল –

"তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"

দেবকী পুত্রের পরিবর্ত্তে যে কন্যা পাইয়াছিলেন,
সেটিও থাকিল না। কারাগারের প্রাচীরাভ্যন্তরে পতিপত্নী দুজনেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গোকুলে নন্দালয়ে মহানন্দে উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বসুমতী উৎপীড়ক কংস হন্তা কৃষ্ণ গোকুলে নিরাপদে আশ্রয় পাইয়াছে দেখিয়া দেবতাগণ, ঋষিগণ সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। নারদ মুনি বীণা বাদন করিয়া যশোমতীর ভাগ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন –

"রাণী কি ভাগ্যবতী
কোলে নিয়ে জগৎপতি,
স্তন্য দেন বদন কমলে।"

কংস সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য পুতনা, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি অনুচরী ও অনুচরগণকে নিয়োগ করিল। তাহারা গোকুলে গিয়া আর ফিরিল না, সকলেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। ঋষিভাবাপন্ন যাদববংশীয় অক্রুর কৃষ্ণ বলরামের সম্পর্কে খুল্লতাত। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। কংস কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া গিয়া হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অক্রুরকে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য ব্রজধামে প্রেরণ করিলেন। আমরা যাত্রার দলে অক্রুরের মুখে যে গান শুনিয়াছি, তাহা যতদূর স্মরণে আছে, নিয়ে দিলাম, তাহা হইতেই বুঝিবেন তিনি কি উদ্দেশ্যে কংসালয়ে থাকিতেন। কংসক্রূর, আর তিনি অক্রূর। আর অক্রূর না হইলে ভগবান কৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে কংসালয়ে যাইতেন না। অন্যান্য কংসচরের মতই তাঁহারও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত।

অক্রূরের গান –

হরি ! আছ, হরি এ গোকুলে
মায়াবদ্ধ কার ?
কারারুদ্ধ পিতামাতা রয়েছে তোমার।।
কত দিনে দৈত্য বংশ
কংসেরে করিবে ধ্বংস
আর কত দিন বালকভাবে ব্রজে করিবে বিহার !
দৈবকী আর বসুদেবে,
কত দিনে উদ্ধারিবে,
আর কত দিন শুনবে বল পিতামাতার
হাহাকার।

অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ বলরাম ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে (শেষ পাতায়)

কংগ্রেস-তৃণমূলের আরোও ধৈর্য্যের (১ম পাতার পর)

তো সিপিএমে যায়নি। ঘরের বৌ পাড়ার যুবকের সঙ্গে পালালে এই রকম সোয়ামীরাই বলে – বুড়োর সঙ্গে তো যায়নি। বাস্তবটা বোঝার ক্ষমতাই এরা হারিয়ে দিয়েছে বুদ্ধি বাঁধা দিয়ে পেট ভরাতে গিয়ে। প্রণব বাবু ঝানু রাজনীতিক। তিনি অশনি সংকেতটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আলটপকা বলে ফেলেছেন "তুঘলকী কাণ্ড করে কেন্দ্র চালানো যায় না। অত টাকা বিনা বাজেটে চায়লেই হলো ? ইত্যাদি। পরে আবার যথারীতি সোনিয়াজীর ধমক শুনে বলতে হয়েছে – আমার রাজকোষের দ্বার খোলা ...। এ ব্যথা কি ভোলা যায় ! কিন্তু জোট ধর্ম ছাড়েন কি করে ? ওদিকে দক্ষিণের মেঘও পিছু ছাড়ছে না। করুণানীধির করুণার শিগ্রী পালাবদল হবে। সামনের রাজ্য নির্বাচনগুলোয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব রাখাই চ্যালেঞ্জ – দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর ২জি স্পেকট্রামের ঝড়ে। মমতার সমর্থন না থাকলে বিরোধী আসনে বসতে হবে।

কিন্তু একতরফা এভাবে জোটধর্ম রাখা সম্ভবত রোজ যদি জোটের দলের নেতা কর্মীরা আর এক শরিকদলে যোগ দেয়, খুনখারাপীতে জড়িয়ে পরে, সম্মান না পায় তাহলে এরাও তো পথ খুঁজবে। আজ আর ধ্যাৎ করে মান্নান, দীপা, অধীরদের কথা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তারা না যা বলেছিল সোনিয়াজীও বুঝছেন কথাগুলো ঠিকই। মমতা পেলে তাঁকেও দলে টানবে। আবার দরকারে দরবার করবে এটা চাই, ওটা চাই। আমরা একবছর আগেই আলোচনায় বলেছিলাম পরিস্থিতিটা এমনই হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার চালচিত্রও তাই। তবে কিছু উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে। জঙ্গিপুর মহকুমা সোহরাব সাহেব ও আখরুজ্জামানের দৃপ্ত নেতৃত্বের কাছে ম্রিয়মান তৃণমূল। তারা শত গোষ্ঠিতে বিভক্ত। দলবদলী মানুষের ঢল এই মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানায় তৃণমূলের দিকে নাই। বরং শোনা যাচ্ছে হাজার হাজার টাকা দিয়ে বহু লোক সিপিএম ত্যাগ করে বাড়ী ফিরছে। এটাই ঘটনা সাগরদীঘি বাদে। সোহরাব সাহেবকে এবার মন্ত্রী করা উচিৎ ছিল। এ বয়সের এত ঘটনা বহুল লড়াকু জীবনের নেতা কংগ্রেসের রাজ্য কমিটিতেও পাওয়া ভার। শিক্ষা জগতের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিলো।

বাড়ী ভাড়া

ভদ্র পরিবেশে দুটি শোবার ঘর, ড্রয়িং রুম, রান্নাঘর, ডাইনিং, ট্যাপের জল/ টিউবওয়েল সব কিছুর স্বাচ্ছন্দ্য। ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

চোর ধরা পড়ে নি, কিছু করার নাই – (১ম পাতার পর)

ফোন করলে ডিউটিরত সেনট্রি শুধু জিজ্ঞেস করে – 'চোর ধরা পড়েছে – না হলে কিছু করার নাই' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে। আই.সি-র নজরে ঘটনাটা আনা হয়েছে বলে অজয় জানান।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

হোটেলের জন্য কর্মী প্রয়োজন

হোটেল ও রেস্তোঁরার কাজে উপযুক্ত অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ চারজন কর্মী প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি থাকলে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

হোটেল ইণ্ডিগোর কর্তৃপক্ষ

যোগাযোগ-৮০০১৩৬১৭০৯/৯০০২৯৮৭৫৩৮/০৩৪৮৩-২৬৬০২৩

অধীরবাবুর দরবার করাটাই বোধ হয় কাল হলো। মমতা ঐ আয়রণ ম্যানকে সহ্যই করতে পারেন না। এবার গোঁজ প্রার্থী দিয়ে তো ব্যাপারটা ওদের সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। মহঃ সোহরাব যেটুকু সম্মান লড়ে পেলেন তাতে সম্ভবতঃ তৃপ্ত নন। ভিক্ষে চায়তে যাবার মতো দেউলিয়া নেতা তিনি নন। আবার আরো জ্বালা হলো, তাঁর সামনেই ঐ তৃণমূলেই লাইন দিয়ে নাম লেখাচ্ছে সাগরদীঘিতে তাঁর দলের লোকজন। ২/৪ জন চক্ষুলজ্জায় কিছু দেরী করছে, অভিনয় করে গাছের খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে। সোহরাব সাহেবের ডেরায় একঘন্টা বসেই সোজা মোটর বাইক নিয়ে চলে যাচ্ছে সামসুল হোদার বাড়ী। সম্মান না পাওয়া ঐ লড়াকু যুবনেতা এখন কংগ্রেসের কাছে কালাপাহাড়। কলা বাগানে হাতি ঢোকার মতো হোদার দলবল মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে তারই সাধের কংগ্রেসকে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কংগ্রেস দেখতে পাবে ১৫ই আগষ্ট হাজার হাজার লোক নিয়ে হোদা সুব্রত সাহার হাত ধরেছে। মানুষের প্রশ্ন এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়ে এই পরিবর্তন তো কেউ চায়নি। এই আত্মহনন, খেয়োখেয়ী যেন দ্রুত বামদের ডেকে আনারই নামান্তর। আরো একটু সমঝোতা, আরো জোট ধর্ম পালনের সদিচ্ছা, নিজেদের মধ্যে প্রাপ্তি ভাগাভাগি – ন্যায্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া এসব করে সামনের ২০/২৫ বছর কম করে চলুক। ইতিমধ্যে কিছু ছেলেমানুষী কথাবার্তা, কাজকর্ম অনেক ক্ষতি করেছে। তাড়াহুড়ো, বিপ্লবী মেজাজ বিরোধীরা যত মজা করে করতে পারে শাসকের সিংহাসনে বসলে তা করা বড়োই কঠিন এবং বেমানান, এটা মমতা ছাড়া তেমন করে কে বুঝবে ? এঁরা কি চাননা ক্ষমতায় টিকে থাকতে ? যদি চান তবে এখুনি বসে সংযত হোন, চলার গাইড লাইন বেঁধে দিন – না হলে আপনাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে-সেদিন, খুব দূরে নয়, কেননা রাজ্জাক-সূর্যকান্ত জুটি ব্যাট ভালোই করছেন।

সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে (১ম পাতার পর)

নিয়োগ ইত্যাদি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মুক্তিপ্রসাদ ধর, অরুণ সরকার, অজয় চ্যাটার্জী, ঝর্ণা দাস প্রমুখ। ফ্যাক্টরীর প্রোকেট ম্যানেজার এ.কে. পাঁজা দাবীগুলো সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন।

নন্দালয়ে গোপাল হ'লে জন্মদাতা ভুল করে (৩য় পাতার পর)

মথুরায় কংসালয়ে গিয়া কংসকে নিধন করিলেন। মথুরার রাজসিংহাসন কংসের পিতা উগ্রসেনকে দিয়া মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে কারামুক্ত করিলেন।

ত্রেতা যুগে রাম কর্তৃক রাবণ, দ্বাপরে কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিধনে, নিহন্তা ও নিহতের নামের আদ্যাক্ষর একই দেখিয়া অনুসন্ধান করায় অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। যেমন রাম-রাবণ, কৃষ্ণ কংস, হিরণ্যকশিপু-হরি, JESUS (যীশু) JUDAS (যুডাস), জনার্দ্দন (কৃষ্ণের নাম)-জরা (কৃষ্ণ হন্তা ব্যাধ), গান্ধী-গড্‌সে।

রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও এ সাদৃশ্য খুঁজিলে পাওয়া যায়। কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট। কংগ্রেস – কৃষি-মজদুর-প্রজা। কংগ্রেস শব্দ ইংরাজী (Congress)। বাঙলায় কংগ্রেস শব্দের আদ্য ও অন্ত বর্ণ সংযোগে "কংস" শব্দ হইয়া থাকে। কংগ্রেসই রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী। সাধুজনের পরিত্রাণ ও দুর্বৃত্তের বিনাশের জন্য ভগবান্ মানব জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহাই শান্তিকামীর ভরসা।

প্রকাশকাল : ১৩৫৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।